রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৮, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নীতিমালা

তারিখ: ২৮ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৩ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০০.০১২.২২.০০০৫.২২.১৫৫।—যেহেতু ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের কল্যাণে অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন; এবং

যেহেতু হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১০ নম্বর আইন) এর অধীন প্রণীত হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২) (ঘ) ও উপ-বিধি (৩) (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে উপজেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত হাট ও বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের শতকরা ৪ (চার) ভাগ অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করিবার বিধান রহিয়াছে; এবং

যেহেতু প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইলো, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই নীতিমালা বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের কল্যাণে হাট ও বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কর্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

মূল্য : ১২.০০

(ক) 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সদস্য' অর্থ ২০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.১৯৫.২০১৩-৫৯, তারিখ: ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ এর মাধ্যমে গঠিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) এর বর্তমান সদস্যগণ;

(খ) 'জটিল রোগ' অর্থ হৃদরোগ, কিডনী রোগ, পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস, ক্যান্সার, মস্তিষ্কের সংক্রমণসহ সমজাতীয় অন্যান্য কোনো জটিল রোগ, যাহা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত;

(গ) 'পরিশিষ্ট' অর্থ এই নীতিমালার পরিশিষ্ট;

(ঘ) 'বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক' অর্থ সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক;

(ঙ) 'বিশেষায়িত হাসপাতাল' অর্থ পরিশিষ্ট-ক তে উল্লিখিত বিশেষায়িত হাসপাতাল;

(চ) 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত বীর মুক্তিযোদ্ধা;

(ছ) 'মন্ত্রণালয়' অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; এবং

(জ) 'মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী' অর্থ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৫ নম্বর আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৫) তে সংজ্ঞায়িত মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী।

(২) এই নীতিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৫ নম্বর আইন) এবং হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২৫ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের কল্যাণে অর্থ বরাদ্দের খাতসমূহ।**—বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের কল্যাণে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) চিকিৎসা;

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত;

(গ) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সংশ্লিষ্ট বিবিধ কার্যক্রম; এবং

(ঘ) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সদস্যদের ভাতা।

৪। **চিকিৎসা মঞ্জুরি।**—(১) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরিশিষ্ট-ক তে উল্লিখিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করিবার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, সময় সময়, জটিল ও সাধারণ চিকিৎসার জন্য বাৎসরিক অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা সেবা প্রদানের পর এতদসংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের জটিল রোগের চিকিৎসা বা মুমূর্ষু রোগীর জরুরি অপারেশন ও চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে, উক্ত বিশেষায়িত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা বাবদ বাৎসরিক অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবে।

(৩) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের পাশাপাশি তাঁহাদের স্ত্রী বা স্বামী নিম্নবর্ণিতভাবে চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

(ক) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরিশিষ্ট-ক তে উল্লেখিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য বাৎসরিক অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষায়িত হাসপাতালে জটিল রোগের চিকিৎসা বা মুমূর্ষু রোগীর জরুরি অপারেশন ও চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে, উক্ত বিশেষায়িত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহাদের চিকিৎসা বাবদ বাৎসরিক অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর একাধিক স্ত্রী থাকিলে উপরি-উক্ত দফা (ক) ও (খ) এর আলোকে প্রদেয় চিকিৎসা সুবিধার পরিমাণ উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সমহারে বিভাজিত হইবে এবং সে মোতাবেক তাহারা চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) মন্ত্রণালয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় অর্থ হাসপাতালের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করিবে।

(৫) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী বা উহাদের স্বামী বা স্ত্রীর চিকিৎসা ব্যয়, চিকিৎসা সেবার মান, আয়ন-ব্যয়ন এবং ব্যয় যাচাইকরণসহ সার্বিকভাবে চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হওয়ার বিষয়টি পদ্ধতিগতভাবে সুনির্দিষ্ট আদেশ বা পরিপত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৬) বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী বা তাঁহাদের স্ত্রী বা স্বামী এই অনুচ্ছেদের অধীন চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হইবেন, তবে তাঁহাদের সন্তান বা অন্য কেহ এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রদেয় সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন না।

(৭) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী বা তাঁহাদের স্ত্রী বা স্বামীকে নগদ বা চেকের মাধ্যমে উক্ত অনুচ্ছেদের অধীন কোনো অর্থ প্রদান করা যাইবে না।

(৮) সরকারি হাসপাতালের প্রধান বা তত্ত্বাবধায়ক এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক বা অধ্যক্ষ বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত কর্মকর্তা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৯) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করা যাইবে এবং উক্ত কমিটির সদস্যগণকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে, পরিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

(১০) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী ও তাঁহাদের স্ত্রী বা স্বামী সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল হইতে সরাসরি চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১১) সরকারি ও বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো আবেদন করিবার প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর সপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণক বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র দাখিল করিতে হইবে।

(১২) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেবা প্রদানের সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর পরিচিতিমূলক দলিলপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত সমন্বিত তালিকা বা এম আই এস এর সহিত যাচাই করিবে।

(১৩) কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর নাম এবং তাঁদের স্ত্রী/স্বামীর নাম সমন্বিত তালিকা বা এম আই এস এ অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে তাঁহারা এই নীতিমালার অধীন চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(১৪) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদানের পর তাঁদের চিকিৎসা বাবদ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে এই নীতিমালার আওতায় প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান করা যাইবে।

৫। **চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ।**—এই নীতিমালার অধীন চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদান সংক্রান্ত সকল তথ্য সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্বাহ করা যাইবে।

৬। **মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সংশ্লিষ্ট বিবিধ কার্যক্রম বাবদ অর্থ ব্যয় পদ্ধতি।**—(১) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের প্রশাসক, চেয়ারম্যান বা এড-হক কমিটির আহ্বায়কের চাহিদার প্রেক্ষিতে যৌক্তিক বিবেচিত হইলে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা, মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচনের প্রশাসনিক ব্যয়ভার নির্বাহ;

(খ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান;

(গ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মগবাজারস্থ ক্যাম্পাসে বিদ্যমান ভবন মেরামত; এবং

(ঘ) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল পরিচালনার নিমিত্ত গঠিত এড-হক কমিটির সদস্যদের (যাহারা লাভজনক পদে কর্মরত নন) মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হারে ভাতা প্রদান বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ।

(২) বরাদ্দকৃত অর্থ প্রশাসক, চেয়ারম্যান বা আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল পরিচালনার নিমিত্ত গঠিত এড-হক কমিটি বরাবর একাউন্ট পেয়ি (account payee) চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হইবে।

(৩) বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হওয়ার বিষয়টি পদ্ধতিগতভাবে সুস্পষ্ট আদেশ বা পরিপত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি একাধিক কমিটির সদস্য হইলে তিনি কেবল একটি কমিটির সদস্য হিসেবে ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে উহার দায়-দায়িত্ব প্রশাসক, চেয়ারম্যান বা আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল পরিচালনার নিমিত্ত গঠিত এড-হক কমিটির উপর বর্তাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই বিধিতে উল্লেখিত 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর এড-হক কমিটির সদস্য' বলিতে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হইতে নিবন্ধিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (নিবন্ধন নং-০৪/২০০৩) এর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর স্মারক নম্বর-৪৮.০২.০০০০.০০৩.০২.০০৪.০২-২১১, তারিখ: ২৪ জুন ২০২৫ এর মাধ্যমে গঠিত এড-হক কমিটির সদস্যগণকে বুঝাইবে।

৭। **জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সদস্যদের ভাতা বাবদ অর্থ ব্যয় পদ্ধতি।**—(১) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর সদস্যদের ভাতা প্রদানের প্রয়োজন হইলে যৌক্তিকতা বিবেচনায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা, মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে লাভজনক পদে কর্মরত নন এমন সদস্যদের মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হারে ভাতা প্রদান করা যাইবে।

(২) বরাদ্দকৃত অর্থ মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল বরাবর একাউন্ট পেয়ি (account payee) চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হইবে।

(৩) বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হওয়ার বিষয়টি পদ্ধতিগতভাবে সুস্পষ্ট আদেশ বা পরিপত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি একাধিক কমিটির সদস্য হইলে তিনি কেবল একটি কমিটির সদস্য হিসেবে ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৫) অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে উহার দায়-দায়িত্ব মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর উপর বর্তাইবে।

৮। **প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই পদ্ধতি ও ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ সংস্কার।**—(১) জীবিত অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) (মহানগরের ক্ষেত্রে) এর নিকট পরিশিষ্ট-খ -তে উল্লেখিত ফরমে ক্ষয়ক্ষতির ছবি সহকারে আবেদন করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত আবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত সমন্বিত তালিকার এবং মুক্তিযোদ্ধার সপক্ষে দাখিলকৃত প্রমাণক বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের অনুলিপির সহিত যাচাই-বাছাই করিয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণপূর্বক অনুদান মঞ্জুরের জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।

(৩) মন্ত্রণালয় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর অনুকূলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ পুনঃনির্মাণ বা সংস্কারের জন্য জীবদ্দশায় একবার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অনুদান প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগে 'বীর নিবাস' ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উহা মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী এই অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা।—'বীর নিবাস' অর্থ বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী, বীরাঙ্গনা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা বা প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাসস্থান সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বরাদ্দকৃত সরকারি আবাসন।

(৫) মন্ত্রণালয় অনুদানের অর্থ সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করিবে।

৯। **প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি মহানগর বাছাই কমিটি।**—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি মহানগর বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সভাপতি;
(খ)	সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য;
(গ)	জেলা ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	সদস্য; এবং
(ঘ)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

(২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, মহানগরের আওতাধীন কোনো জীবিত অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ নির্মাণ বা সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অনুদান প্রাপ্তির যৌক্তিকতা উল্লেখ করিয়া সুপারিশসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবেন।

১০। **প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটি।**—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি;
(খ)	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বা প্রতিনিধি	সদস্য; এবং
(গ)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলার আওতাধীন কোনো জীবিত অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ নির্মাণ বা সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অনুদান প্রাপ্তির যৌক্তিকতা উল্লেখ করিয়া সুপারিশসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবেন।

১১। **বিভিন্ন উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন হইতে প্রেরিত অর্থ জমাকরণ পদ্ধতি।**—(১) হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১০ নং আইন) এর অধীন প্রণীত হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২) (ঘ) এবং বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৩) (গ) অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হাট ও বাজারের ইজারার অর্থ জমা হইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শতকরা ৪ (চার) ভাগ অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত নিম্নবর্ণিত ২ (দুই) টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে, যথা:—

(অ) সোনালী ব্যাংক পিএলসি, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-০৪৪২৬৩৪১৯১৫৫৪, অ্যাকাউন্টের নাম-Muktijuddhader Kalyane Jathajatha Babher; এবং

(আ) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, জাতীয় প্রেস ক্লাব কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-০২০০০০১২১১০৫২, অ্যাকাউন্টের নাম- Muktijuddhader Kalyane Hat Bazar।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা হইলে বা নতুন কোড সৃষ্টি করা হইলে উক্ত অ্যাকাউন্ট বা কোডে এতদ্‌সংক্রান্ত অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনাধীন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কোনো পরিবর্তন হইলে, সময় সময়, তাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনাধীন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থ হইতে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের চিকিৎসা বা অন্যান্য সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অতিরিক্ত অর্থ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর বা মেয়াদী আমানত হিসেবে সংরক্ষণ করা যাইবে।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২২, অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইলো।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত নীতিমালার অধীন—

(ক) কৃত কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই নীতিমালার অধীন গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে; এবং

(গ) জারীকৃত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ বা অন্য কোনো দলিলাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, এইরূপে চলমান থাকিবে যেন উহা এই নীতিমালার অধীন প্রণীত বা জারি হইয়াছে।

পরিশিষ্ট-ক
বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ
[অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ঙ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নম্বর	বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের নাম
১।	বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
২।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৩।	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪।	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
৫।	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৬।	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা।
৭।	জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৮।	জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৯।	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০।	জাতীয় বক্ষব্যধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
১১।	ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্স ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১২।	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৩।	খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।
১৪।	গোপালগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ।
১৫।	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।
১৬।	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
১৭।	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
১৮।	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর।
১৯।	এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।
২০।	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
২১।	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মিরপুর-২, ঢাকা।
২২।	বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
২৩।	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি, কামরুজ্জামান স্মরণি, ঢাকা।
২৪।	ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শাহবাগ, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-খ

[অনুচ্ছেদ ৮ (১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.molwa.gov.bd

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের আর্থিক সাহায্যের আবেদন ফরম

১।	বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর নাম	:
২।	আবেদনকারীর নাম	:
৩।	পিতা, স্বামীর বা মাতার নাম	:
৪।	জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর	:
৫।	জন্ম তারিখ	:
৬।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:
৭।	বর্তমান পেশা	:
৮।	বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর সমন্বিত তালিকা নম্বর:	:
৯।	বর্তমান ঠিকানা	:
১০।	স্থায়ী ঠিকানা	:
১১।	বাৎসরিক আয়	:
১২।	আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদনের কারণ (প্রমাণক সংযুক্ত করিতে হইবে)	:
১৩।	যে ব্যাংকে অনুদান পাইতে ইচ্ছুক:	
	ক) ব্যাংকের নাম ও শাখা	:
	খ) হিসাব নম্বর	:
১৪।	ইতঃপূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হইতে অনুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা, প্রাপ্ত হইলে সাহায্যের পরিমাণ ও তারিখ	:
১৫।	আবেদনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী না হইলে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর সহিত সম্পর্ক	:

১৬। আমি -- পিতা---------------------------------
এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরি-উক্ত তথ্যাবলি সঠিক এবং প্রকৃত তথ্যাদি গোপন করিয়া সরকারি অর্থ গ্রহণ করিলে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যে উদ্দেশ্যে আবেদন দাখিল করিতেছি, প্রদত্ত অর্থ সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হইবে।

তারিখ: --------------------

....
আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

আদেশক্রমে

ইসরাত চৌধুরী
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd